বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২১০।
Web Site: www.bteb.gov.bd

জেএসসি (ভোকেশনাল) ও জেডিসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি নির্দেশিকা-২০২৪

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত জেএসসি (ভোকেশনাল) ও জেডিসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বেসরকারি স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংযুক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ভর্তি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো:

১. ভূমিকা:

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি একটি কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যারা এই শ্রেণির পর পড়ালেখা অব্যাহত রাখবে না, তাদের ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি বাকাশিবো-এর অনুমোদিত ও জাতীয় দক্ষতামান (বেসিক/বিএনকিউএফ) এর আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট পেশার জন্য দক্ষতা সনদ লাভের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইবে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প ২০১৪ সাল হতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১৪৯টি সরকারি টেকনিক্যাল ও কলেজে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও, পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নতুন কারিকুলাম তৈরির প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের এ শিক্ষাক্রম 'জেএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম ২০১৮' নামে ২০১৮ সালে প্রবর্তন করা হয় যা ২০২১ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর হচ্ছে।

২. ভর্তির নিয়মাবলী:

৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য:

২.১ কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়/মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী/ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী জেএসসি (ভোকেশনাল) ও জেডিসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য যোগ্য হবে;

২.২ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৩১-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখে ১০-১৩ বছর। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ২য় শিফট ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিলযোগ্য।

৭ম ও ৮ম শ্রেণির জন্য:

২.৩ কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়/মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী/ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা জেএসসি (ভোকেশনাল) ও জেডিসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের শূন্য আসনে যথাক্রমে ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এধরণের শিক্ষার্থী ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পেলে কর্মমুখী প্রকৌশল শিক্ষা পাঠ্যসূচির শিখন ঘাটতি মেকআপ ক্লাসের মাধ্যমে সম্পাদন করবে।

৩. শিক্ষাবর্ষ: ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪. ভর্তি কমিটি:

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করে বিভাগীয় প্রধান/সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে ০৭ (সাত) সদস্যের একটি ভর্তি কমিটি গঠন করতে হবে।

৫. শিক্ষার্থী ভর্তি পদ্ধতি:

৫.১ ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম লটারির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত অভিভাবকদের সম্মুখে লটারির কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। লটারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ক্রমানুসারে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৫.২ প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভর্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে;

৫.৩ ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া/ওয়েব সাইটে ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।

৬. ভর্তির আবেদন পদ্ধতি:

৬.১ ভর্তির আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিসে পাওয়া যাবে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে;

৬.২ ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণের জন্য ন্যূনতম ১৪ (চৌদ্দ) কার্যদিবস সময় দিতে হবে;

৬.৩ আবেদন ফরমে নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ০৪ (চার) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঁঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে;

৬.৪ আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশ ক্রমিক নম্বর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে, উক্ত ক্রমিক নম্বর সম্বলিত কপি লটারির কপি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে তিন বছর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি:

৭.১ ভর্তির আবেদন ফরম জমা নেয়ার সময় ১১০/- (একশত দশ মাত্র) টাকা গ্রহণ করা যাবে;

৭.২ **দরিদ্র মেধাবী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;**

ক্র: নং	বিভাজন	পরিমান		
		৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি
১.	ভর্তি ফি/পুনঃ ভর্তি	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক ফি	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০
৩.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	-	-	১০.০০
৫.	স্কাউটস/গার্লস গাইডস ফি	-	-	৩০.০০
৬.	রেজিস্ট্রেশন ফি (বোর্ড নির্ধারিত)	-		১৩০.০০
	সর্বমোট:	১৫০.০০	১৫০.০০	৩২০.০০

বি. দ্র. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী অন্যান্য ফি প্রযোজ্য হবে।

- বেতন ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির (প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে) বাৎসরিক ১২০ টাকা।
- ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক ফি (প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য ১০০ টাকা এবং বোর্ড প্রাপ্য ২০ টাকা)।
- রেড ক্রিসেন্ট ফি প্রতি শ্রেণিতে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ২০.০০ টাকা (৬০% বা ১২.০০ টাকা প্রতিষ্ঠানে রেখে অবশিষ্ট ৪০% বা ৮.০০ টাকা বোর্ড প্রাপ্য) হারে বোর্ড প্রাপ্য (৮+৮+৮) = ২৪.০০ টাকা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ১০.০০ টাকা (৩০% বা ৩.০০ টাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে এবং ৭০% বা ৭.০০ টাকা বোর্ড প্রাপ্য)।
- স্কাউটস/গার্লস গাইডস ফি ৩০.০০ টাকা (৫০% বা ১৫.০০ টাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য এবং ৫০% বা ১৫.০০ টাকা বোর্ড প্রাপ্য)।

৮. সংরক্ষিত কোটা:

৮.১ মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের ভর্তির জন্য শূণ্য আসনের ৫% কোটা সংরক্ষণ থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ২% আসনে মেধানুযায়ী (পছন্দক্রমে) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে;

৮.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে;

৮.৩ মেয়েদের ২০% ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ২% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে;

৮.৪ প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে;

৮.৫ কোনো প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থী সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে সে সকল সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোনের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে;

৮.৬ সংরক্ষিত কোটায় যোগ্য আবেদনকারী না পাওয়া গেলে মেধা তালিকা থেকে তা পূরণ করা যাবে।

৯. আসন সংখ্যা: সরকারি টিএসসি (TSC)-তে ভর্তির শিফট ও বিভিন্ন শ্রেণির আসন সংখ্যা কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১০. ভর্তি সংক্রান্ত সময়সূচি:

কার্যক্রম	(প্রথম শিফট ও দ্বিতীয় শিফট)
আবেদনপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৯/১১/২০২৩ খ্রি. হতে ১৯/১২/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত
	(সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটি ব্যতিত)
লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ	২০/১২/২০২৩ খ্রি.
শিক্ষার্থী ভর্তি	২১/১২/২০২৩ খ্রি. হতে ২৮/১২/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত
বই উৎসব	০১/০১/২০২৪ খ্রি.
ক্লাস আরম্ভের সম্ভাব্য তারিখ	০২/০১/২০২৪ খ্রি.

*** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি/বেসরকারি ভর্তির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।**

স্বাক্ষরিত/-
(প্রকৌশলী মোঃ রকিব উল্লাহ)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ০২-৫৫০০৬৫২৩